দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 JUN 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ঢাবি ক্যাম্পাসে বেড়েছে চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা

নিরাপত্তাহীনতায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিযোগের তীর বহিরাগতদের দিকে, নির্বিকার প্রশাসন

■ কবির কানন, ঢাবি সংবাদদাতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) হতে গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে রিকশাযোগে শহীদ মিনারে যাচ্ছিলেন দেবরাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন নাহার হলের কাছে যেতেই মোটর সাইকেল আরোহী দুইজন রিকশা থেকে তার ব্যাগ ছিনতাই করে নেয়। দেবরাজ রিকশা থেকে নেমে মোটর সাইকেলের পেছনে দৌড় দেন; কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

দেবরাজের মতো বহু ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিনিয়ত ছিনতাইয়ের শিকার হচ্ছেন। এছাড়া ঘটছে অসংখ্য চুরির ঘটনা; কিন্তু এসব ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কোনো তৎপরতা নেই বলে ভুক্তভোগী ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের অভিযোগ। তারা চরম অসহায়ত্ববোধ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটলেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর এম আমজাদ আলী নজরদারি বাড়ানো হবে বলে উল্লেখ করেন; কিন্তু কিছুতেই ছিনতাই বন্ধ হচ্ছে না। থানা, ভুক্তভোগী ও সংবাদপত্রসূত্রে জানা গেছে, জানুয়ারি মাস হতে চলতি মাস পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অন্তত ৫০টি চুরি; ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ৩১ জানুয়ারি সকাল দশটার দিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ইমরান ক্লাসে যাচ্ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সামনে আসলে একজন দুর্বৃত্ত তাকে ছুরি দেখিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে মোবাইল ছিনিয়ে নেয়। ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র মনিরুজ্জামান মাসুদ বিকাল পৌনে ৩টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সামনে ছিনতাইকারীর গুলিতে আহত হন। ওই সময় চার ছিনতাইকারী তার ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা কালে বাধা পেয়ে ছিনতাইকারীরা তাকে গুলি করে ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলের মাত্র কয়েক গজ দূরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবনের সামনে ছিল এক গাড়ি পুলিশ।

সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার রাতে ক্যাম্পাসে দুইটি ছিনতাই ও একটি চুরির ঘটনা জানা গেছে। রাত ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হল ও শামসুন নাহার হলের নিকট থেকে মোটর সাইকেলে থাকা ছিনতাইকারীরা রিকশায় থাকা যাত্রীদের একটি ব্যাগ ও একটি মোবাইল ছিনিয়ে নেয়। সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র ইমরান আল আব্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে সাইকেল রেখে নামাজ পড়ছিলেন; কিন্তু নামাজ পড়ে এসে দেখেন সাইকেল নেই। তিনি বলেন, ছাত্রজীবনে টিউশনি করে বহু কষ্ট করে টাকা মিলিয়ে সাইকেল কিনেছিলাম চোরে নেওয়ায় অনেক কষ্ট পেয়েছি।

এসব ঘটনায় ভুক্তভোগীরা কখনো থানায় অভিযোগ করেন আবার কখনো এসব করে কোনো লাভ হয় না বলে উল্লেখ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রী কার্জন হল সংলগ্ন তিন নেতার মাজারের নিকট ছিনতাইয়ের শিকার হন। এই প্রতিবেদক তাকে থানায় ইনফর্ম করতে বললে তিনি বলেন, 'থানায় অভিযোগ করলে আমার হারানো জিনিস ফিরে পাবো না। শুধুই ঝামেলা, এজন্য থানায় জানাবো না।' চুরি ছিনতাইয়ে প্রশাসনের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই অভিযোগ করেন কায়েস নামের এক ছাত্র। আলতাফ হোসেন নামের এক ছাত্র ক্যাম্পাসে বহিরাগতরাই এসব করে বলে অভিযোগ করে এ বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ক্যাম্পাসে চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনা স্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর এম আমজাদ আলী বলেন, নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আমরা সাধ্য মতো চেষ্টা করছি। ২৪ ঘণ্টা একটা টিম চালু রাখা আছে। আমরা পুলিশের সহযোগিতাও নিচ্ছি। তাদের চারটা গাড়ি ক্যাম্পাসে থাকে। ভিসি স্যারের বাংলোর কাছে পুলিশ থাকে, মোটর সাইকেলে পুলিশ টহল দেয়। ক্যাম্পাস অনেক বড় হওয়ায় একেবারে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না মন্তব্য করে তিনি বলেন, আমরা টহল আরো বাড়িয়ে দিব।

শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসান সম্প্রতিকালের ছিনতাইয়ের ঘটনা অবগত নন উল্লেখ করে বলেন, আজ থেকে আমরা সতর্ক থাকবো এবং বিশেষ ড্রাইভের ব্যবস্থা রাখবো।